ইসলাম এবং পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম

আব্দুর রহমান আবিদ

[আর্টিকেলটা বেশ আগের। সদালাপের জন্যে এটাতে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। কাজেই এ লেখায় কোন বিষয়কে সাম্প্রতিক হিসেবে উল্লেখ করা হলে হয়ত দেখা যাবে তা আসলে বেশ পুরোনো।]

মিডিয়ার ক্ষমতা সাংঘাতিক। জানিনা ক'জন ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেছেন। 'তিল কে তাল করা' বলে যে প্রবাদটা প্রচলিত আমাদের দেশে, বিশ্বব্যাপী সেটা বাস্তবায়ীত করার ক্ষমতা আছে একমাত্র মিডিয়ারই। কোন ব্যক্তি, কোন দল, এমনকি কোন রাষ্ট্র হাজার চেষ্টা করলেও 'তিল' কে 'তাল' বলে চালাতে পারবে না বিশ্বের কাছে। কিন্তু সি এন এন, বি বি সি কিম্বা এ বি সি নিউজ চাইলে 'তিল' কে 'তাল' কেন, 'আম-কাঠাল' হিসেবেও চালাতে পারবে। উদাহরন হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির কথাই ধরুন। ক্ষমতাসীন বি এন পি'র বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগের অবস্থান কিম্বা জনমত গঠন এখনও পর্যন্ত গোনার মধ্যে পড়ে না। চুরি-চামারি আর সন্ত্রাস, দূর্নীতির গন্ধ এখনও পর্যন্ত গা থেকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি আওয়ামীলীগ। আরও ছ'মাস, বছর লাগবে তাদের যতদিন না বাংলাদেশের মানুষ বি এন পি'র দুঃশাষনে নিপীড়িত হয়ে আওয়ামী দুঃশাষনের কথা ভুলে যায়। আর তখনই আওয়ামীলীগ মাঠে নামবে বি এন পি'র বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে। কিন্তু বার মাসের এই বি এন পি সরকার খুব কি পপুলার বাংলাদেশে আওয়ামীলীগের এই নিস্তব্দতাকালীন সময়ে? কখনই না। আওয়ামীপন্থী বাম ব্লকের দৈনিক পত্রিকাগুলো ইতিমধ্যেই খানিকটা একপেশে করে ফেলেছে বি এন পি সরকারকে। সন্ত্রাস, ডেঙ্গু জ্বর থেকে শুরু করে শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলা, গম কেলেঙ্কারী - প্রকৃত ঘটনার সাথে অতিরঞ্জিত হাজারও সব ঘটনা জুড়ে ইতিমধ্যেই এরা বি এন পি সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে ব্যাপক জনমত। জনপ্রিয়তাহীন ডান ব্লকের দু'একটা পত্রিকা এবং ইদানীং ব্লক পাল্টানো জনপ্রিয় যায় যায় দিন অবশ্য তুমুল ফাইট দিয়ে যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ট বাম ব্লকের এসব পত্রিকার বিরুদ্ধে। কিন্তু 'দশে চক্রে ভগবান ভূত' এর মতই ক্রমশঃ একপেশে হয়ে পড়ছে বি এন পি।

আওয়ামীলীগাররা এতক্ষণে নিশ্চয় আমার মুন্ডুপাত করা শুরু করেছে। "প্লিজ্ গিভ্ মি এ ব্রেক্"। লেবু চটকালে তা শুধু তিতাই হয়। বি এন পি, আওয়ামীলীগ নিয়ে কিছু লিখতে বসিনি আমি। ইচ্ছেই হয় না। দু'টো দলই আমার কাছে বরাবর। তাসের এপিঠ-ওপিঠ। প্রতিদিন আল্লাহর কাছে দেশনেত্রী আর জননেত্রীর হাত থেকে বাংলাদেশের মুক্তির জন্যে দোয়া করি আমি।

লিখছিলাম মিডিয়া নিয়ে। বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোকে কখনই ছোট করে দেখিনা আমি। আমাদের দেশের কলামিষ্টরা নিঃসন্দেহে ভাল লেখেন যদিও অধিকাংশ পত্রিকার লেখা পড়লে বুঝা যায় কত দূর্বল তাদের বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন, কত দূর্বল তাদের সেন্টেন্স প্যাটার্ন। নিউজউইক, টাইম্স্ এর কথা বাদ দিয়ে শুধু এম এস এন কিম্বা ইয়াহু'র ওয়েব সাইটে গেলেই বুঝা যায় - কি পরিমান পাওয়ারফুল পশ্চিমা এসব কলামিষ্টদের লেখা। প্রশ্ন হলো - দূর্বল, বিষয়-বস্তুহীন লেখা দিয়ে জনগনের নির্বাচিত একটা সরকারকে বার মাসের মধ্যে যদি এমন একপেশে করে ফেলা যায়, তাহলে মিডিয়ার অসীম ক্ষমতাকে কেউ কি আর অস্বীকার করতে পারে?

সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এই পশ্চিমা মিডিয়া। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইউনিভার্সিটিগুলোর জার্নালিজম, ম্যাস্ কমিউনিকেশন, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন থেকে পাশ করা অসাধারন মেধাগুলোর সন্নিবেশ ঘটে সি এন এন, এন বি সি, সি বি এস কিম্বা এ বি সি নিউজ ইনকর্পোরেটে। ওদের লেখার ভঙ্গী আকর্ষনীয়, ইনফর্মেটিভ্; বলার ভঙ্গী মোহনীয়, কন্ভিন্সিং। লেখা দিয়ে ওরা রাত কে দিন আর দিন কে রাত করে ফেলতে পারে - এমনই ওদের ক্ষমতা। আমার-আপনার মত সাধারন মানুষের সাধ্য কোথায় ওদের লেখা, ওদের কথা অবিশ্বাস করার। সেই ওরা যদি যুগ যুগ ধরে পরিকল্পিত ভাবে কোন ব্যক্তি, কোন দল, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধচারণ করে, তবে সারা বিশ্বও যে সেই ব্যক্তি, সেই দল, সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধচারণ করবে - তাতে সন্দেহ কি!

ইসলাম মানেই মৌলবাদ, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী - আজ এমনি করেই স্বভাবিক হয়ে উঠেছে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে। জাপানের ইয়োকোহামায় পেসিফিকের তীর ঘেঁষে বৃদ্ধ যে জাপানীজ জেলে মাছ ধরে, সারাজীবনে যে সামনাসামনি একজন মুসলমানকেও দেখেনি, সেও আজ একজন মুসলমানকে ঘৃনা করে সন্ত্রাসী হিসেবে। মিডিয়ার ক্ষমতা এমনিই সাংঘাতিক।

আমেরিকার সব কটা মিডিয়াই প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ ভাবে জিউস্ নিয়ন্ত্রিত। ইসরাইল পৃথিবীর একমাত্র জিউস্ রাষ্ট্র। আমেরিকান জিউস্রা আমেরিকাকে যতনা নিজের দেশ বলে মনে করে, তার চেয়ে অনেক বেশী মনে করে ইসরাইলকে। এই মনোভাব মানুষের সহজাত, স্বাভাবিক এবং আমাদের উপমহাদেশ থেকে শুরু করে বিশ্বের অনেক দেশে যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে লালিত হয়ে আসছে এই মনোভাব - চাইলেও

যা অস্বীকার করতে পারবে না কেউ। আপনি যদি গত তিন পুরুষ ধরেও আমেরিকায় থাকেন, তারপরেও বাংলাদেশ যেমন সারাজীবন ধরে আপনার দেশ, আপনি যেমন মনে-প্রানে সারাজীবন ধরে একজন বাংলাদেশী, ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই।

আরব বিশ্বের বুকে ইসরাইলের গোড়াপত্তনই হয়েছিল নির্মম, অমানবিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। প্যালেষ্টাইনীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে এক দিনের মধ্যেই শত শত গর্ভবতী প্যালেষ্টাইনী মেয়ের পেট ফেঁড়ে বাচ্চা বের করে দিয়েছিল ইসরাইলীরা। ইসরাইলীদের সফলতা অর্জনে এই অমানবিক কাজটার ভূমিকা ছিল অসাধারন। আর তাই পরবর্তীতে ইসরাইলী এক প্রাইম মিনিষ্টার সফলতার সেই কাহিনী নিয়ে একটা বইও লিখেছিলেন রসাত্মক ভাষায়। সেই-ই শুরু। এত বড় আরব বিশ্বে স্থায়ীভাবে গেঁড়ে বসার জন্যে এরপর একে একে হাজারও সব নির্মম আর অমানবিক কর্মকান্ড চালাতে হয়েছে ইসরাইলকে। সাধারন প্যালেষ্টাইনীদের উপর ইসরাইলীদের অমানবিক নির্যাতনের এসব কাহিনী শুনলে আতংকে শিউরে উঠবে পৃথিবীর যে কোন মানুষ। কিন্তু এই সভ্য, আধুনিক, গ্লোবালাইজড্ ইকোনোমি'র যুগে কিভাবে এসব সম্ভব যদি না সারা পৃথিবীর মানুষ নিদারুন ঘৃনা করে আরব বিশ্বকে।

ঘৃনা তৈরীর এই কাজটাই এতদিন ধরে সুক্ষ্মভাবে করে আসছে জিউস্ নিয়ন্ত্রিত আমেরিকান মিডিয়া। ইসলাম ধর্মীয় জীবনযাপনের পাশাপাশি রাজনীতি আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিয়েও কথা বলে। কোন কোন মুসলিম দেশে এ বিষয়টার কিছু কিছু অপব্যাবহারও হয়েছে কিম্বা হচ্ছে যার বেশীরভাগই আসলে 'ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স্'এর অংশ। আর এই বিষয়গুলোকেই পুঁজি করে, রাজনীতির চাল চেলে ইসলামকে উগ্র, মৌলবাদী ধর্ম হিসেবে এবং মুসলমানদেরকে চরমপন্থী, সন্ত্রাসী হিসেবে সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছে ওরা; বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তুলছে ইসলাম আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আর এই সুযোগে আরব বিশ্বে নিপীড়ন আর আগ্রাশনের কাজটা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে স্বজাতীয় ইসরাইলীরা।

বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলো খুললে প্রতিদিন যখন দেখা যায় নিরীহ ব্যবসায়ী কিম্বা ছাত্রনেতা খুন হচ্ছে সন্ত্রাসীদের হাতে - তখন জনমত এমনিই গড়ে ওঠে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে; ঘৃনা এমনিই জমে ওঠে পাঠকের হৃদয়ে। আর তাই যখন খবরের কাগজ খুললে দেখা যায় - জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে কোন পকেটমারকে কিম্বা উপড়ে ফেলেছে কোন হাইজ্যাকারের চোখ, তখন সবচেয়ে গোবেচারা, সবচেয়ে নিরীহ মানুষটাও আনমনে বলে ওঠে - "ঠিক হয়েছে"। মানবমনের এই নেগেটিভ ইমোশনটা এতই সুক্ষ্ম যে আমরা সাধারন মানুষরা উপলব্ধিই করতে পারিনা একে বেশীরভাগ সময়। সুক্ষ্ম রাজনীতির চাল চেলে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে, মানুষের এই দূর্বল ইমোশনকে দিনের পর দিন ইউজ্ করে চলেছে জিউস্ নিয়ন্ত্রিত আমেরিকান মিডিয়া। আর তাই সভ্য, আধুনিক বিশ্বের প্রতিটা মানুষের নাকের ডগায় বসে ছয় বছরের প্যালেষ্টাইনী শিশুকে বেয়নেট দিয়ে যখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে ইসরাইলী সৈন্য, তখন তিব্বতের নির্জন টিলার উপর প্রার্থনারত 'জীব হত্যা মহা পাপ'এ বিশ্বাসী বৌদ্ধ পুরোহিতও হয়ত আনমনে বলে ফেলে - "ঠিক হয়েছে"।

কিন্তু সত্যের জয় চিরন্তন। একদিন আসবে যেদিন আমেরিকান জিউস্দের এই মুখোশ উম্মোচিত হয়ে যাবে। সেদিন আমেরিকাবাসীসহ সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে আসল সত্যকে। জিউস্ নিয়ন্ত্রিত আমেরিকান মিডিয়া আর ধূলো দিতে পারবে না মানুষের চোখে। মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে আমেরিকান মিডিয়াকে। বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে উঠবে মুসলমানদের পক্ষে, ইসলামের পক্ষে। সেদিন খুব বেশী দূরে না। আমি অধীর অপেক্ষায় রইলাম সেই সুদিনের। আপনিও থাকুন।।